ঝিনাইদহে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ চার নেতা বহিস্কার

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ঝিনাইদহে ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ চার নেতাকে দলীয় পদ এবং প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বহিস্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বহিস্কৃতরা হলেন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১২ নং দোগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, কালীচরণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান মন্টু,একই ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ওলিয়ার রহমান মাস্টার, সাধুহাটি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আতিয়ার বিশ্বাস।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনবিরোধী কার্যকলাপের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই চার নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলের সকল পদ থেকে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ পান্নু এবং সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন আলমের নির্দেশে বহিস্কার করা হয়েছে ।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ পান্নু জানান, দলীয় নেতৃত্ব না মেনে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে বহিস্কৃতরা জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে ভোট করেছেন।

ঝিনাইদহে গভীর রাতে আওয়ামী

লীগের অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে গভীর রাতে মহেশপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত দুইটার দিকে উপজেলার মহেশপুর পৌরসভার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এতে কার্যালয়ের আসবাবপত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

স্থানীয়রা জানিয়েছে সোমবার রাত দুইটার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত কার্যালয়ে হামলা চালায়। তারা প্রথমে ভাঙচুর করে এবং পরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজন দ্রুত ছুটে এসে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আমাজেদ সরদার বলেন, প্রতিদিনের মতো রাতে অফিসের কাজ শেষ করে তারা বাড়ি ফিরে যান। রাত দুইটার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে এসে দেখেন অফিসের ভেতরের চেয়ার-টেবিল, ব্যানার-ফেস্টুনসহ বিভিন্ন কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

তিনি বলেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ধানের শীষের পক্ষ নেওয়ার কারণেই এ ঘটনা ঘটতে পারে। এটি শুধু আওয়ামী লীগের অফিস নয়, দলমত নির্বিশেষে অনেকেই এখানে এসে বসতেন। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

খবর পেয়ে মহেশপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ঘটনার পরপরই পুলিশ সেখানে যায়। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তবে এ ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি।

এলাকাবাসী জানান, গত ২০২ শের ৫ আগস্টের পর থেকে এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো দলীয় উত্তেজনা বা সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। হঠাৎ এ ধরনের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তারা দ্রুত দোষীদের শনাক্ত ও শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

৩০ বছর আগে পুলিশের গুলিতে নিহত আলতামতির সন্তানদের খোঁজ রাখেনা কেউ !

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রয়ারী ৬ষ্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র থেকে পুলিশের গুলিতে রেহেনা আক্তার আলতামতি নিহত হয়। তিনি ছিলেন একজন সদালাপী, ধর্মভিরু গৃহবধু।

৫বছরের ছেলেকে খুজতে গিয়ে গুলিতে পুলিশের গুলিতে বুক ঝাজরা করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর ৩০ বছর পার হয়ে গেলেও এখনো তার পরিবার বিচার পায়নি। এতিম দুই সন্তান রিপন ও শিপনকে কেউ পুর্নবাসিত করতে এগিয়েও আসেনি। খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্যে চলছে তাদের সংসার।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলিতে নিহত হন আলতামতি। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুর রহমান বিশ্বাসের মেয়ে। এতিম দুই শিশুকে মানুষ করতে ১৯৯৮ সালের দিকে তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী কিছু আর্থিক অনুদান দেন।

তারপর দীর্ঘ দিন পার হয়ে গেলেও আর কেউ খোঁজ খবর নেয়নি। ইতি মধ্যে দীর্ঘ ৩০বছর পার হয়ে গেছে। আলতামতির দুই সন্তান এখন অনেক বড় হয়েছে। তারা বেশি লেখাপড়াও শিখতে পারেনি। এখন তারা পরের দোকানে কাজ করে অন্যের জমি বর্গা নিয়ে সংসার চালায়। আলতামতির মৃত্যুর সময় বড় ছেলে রিপনের বয়স ছিল সাড়ে ৪ বছর আর ছোট ছেলে শিপনের বয়স ৩ মাস।

রিপনের বয়স এখন ৩৫ বছর। কিন্তু মেলেনি কোন সরকারী চাকরী বা সহযোগীতা আর ২৯ বছর বয়সী শিপন আলী এইচএসসি পাশ করার পর অর্থাভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি এখন অন্যের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সংসার চালায়।

আলতামতির বড় ছেলে রিপন জানান, তার মা মারা যাওয়ার পরে ২/৩ বছর যাবৎ মামাদের উদ্যোগে আমার মায়ের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করতেন। এখন আর কেউ পালন করে না। তিনি আরো জানান দীর্ঘ সময় অতিবাহীত

হলেও সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা আমরা পায়নি।

আলতামতির দুই সন্তান ও স্বজনরা তাদের সরকারী সহায়তাসহ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য বিএনপির চেয়ারম্যান আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

ঝিনাইদহ-৩ আসনে বিএনপি ও জামায়াত নেতার কুশল বিনিময়

বিএনপির ধানের শীর্ষের প্রার্থী মেহেদী হাসান রনির দলীয় কার্যালয়ে গেলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়ি পাল্লার বিজয়ী প্রার্থী মতিয়ার রহমান।

গতকাল শুক্রবার রাতে মহেশপুরের ওই কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করেন তিনি। এ সময় একে অপরের হাতে হাত রেখে কুশল বিনিময় ও আলিঙ্গন করতে দেখা যায় ওই দুই নেতাকে। এট রাজনৈতিক সৃষ্টাচার হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

কোটচাঁদপুর-মহেশপুর নিয়ে ঝিনাইদহ-৩ আসন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করেন ৪ জন প্রার্থী। যার মধ্যে বিএনপির ধানের শীর্ষে মেহেদী হাসান রনির,বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা মতিয়ার রহমান,ইসলামী আন্দোলন (হাতপাখা) প্রতিকের সারোয়ার হোসেন ও গণঅধিকার পরিষদ (ট্র্যাক) প্রতিকের সুমন কবির। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মতিয়ার রহমান। এর পরের দিন শুক্রবার রাতে সৌজন্যে স্বাক্ষাত করতে যান বিএনপির ধানের শীর্ষির প্রার্থী মেহেদী হাসান রনির দলীয় কার্যালয়ে । এ সময় ওই দুই নেতাকে একে অপরের হাতে হাত রেখে স্বাক্ষাত করতে দেখা যায়। এরপর তারা মিলিত হন আলিঙ্গনে। এটাকে ভাল রাজনৈতিক সৃষ্টাচার বলে অভিহিত করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে।

এ সময় তাঁরা নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। এ ছাড়া

এলাকার উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথাও জানান ওই দুই নেতা।অধ্যাপক মতিয়ার রহমান বলেন,“নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র। ভোট শেষ মানেই আমাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা শেষ। এখন আমাদের সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে এলাকার মানুষের উন্নয়ন ও শান্তি নিশ্চিত করা। আমি সবাইকে নিয়ে মহেশপুর-কোটচাঁদপুরকে একটি আদর্শ জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

ঝিনাইদহে বসন্ত বরণ ও পিঠা মেলা অনুষ্ঠিত

পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হয়েছে জমজমাট পিঠা মেলা ও বসন্ত বরণ উৎসব। শনিবার (১৪ ফেব্রুযারি) সকালে শহরের মর্নিংবেল চিলড্রেন একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হয় এ আয়োজন।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলা পিঠা উৎসবে তালবড়া, চিকেনপুলি, পাকান, জামাই পিঠা, নকশী পিঠা, কাঠ গোলাপ, মালাই রোল, ললিপপ, চন্দ্রপুলি, ফুলপিঠা, মুড়ি, মুড়কি, পাটিসাপটাসহ নানান গড়নের পিঠায় সাজানো হয়েছিল স্টলগুলো। নতুন ও ঐতিহ্যবাহী পিঠার স্বাদ নিতে সেখানে ভিড় করেন নানা বয়সী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। আয়োজন ঘিরে উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে ছিল উৎসবের উচ্ছ্বাস। পিঠার স্বাদ ও মনোরম পরিবেশ উপভোগ করে সন্তুষ্টি নিয়ে বাড়ি ফেরেন আগতরা।

পিঠা মেলার পাশাপাশি পরিবেশন করা হয় বসন্তের গান, যা উৎসবে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। শিশুদের অংশগ্রহণে পরিবেশ আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিভাবক মুসকান রুবায়েত মিরা বলেন, এ ধরনের আয়োজন শিশুদের জন্য খুবই আনন্দের। আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পিঠার সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

অভিভাবক গাউস গোর্কি বলেন, পিঠা মেলা ও বসন্ত উৎসব একসাথে আয়োজন করায় পরিবেশটা আরও প্রাণবন্ত হয়েছে। শিশুরা যেমন মজা পেয়েছে, তেমনি আমরাও পুরনো দিনের স্মৃতি মনে করতে পেরেছি।

নাজমা খাতুন নামের আরেক অভিভাবক বলেন, শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি এমন সাংস্কৃতিক আয়োজন তাদের মানসিক বিকাশে সহায়ক।

এ বিষয়ে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মর্নিংবেল চিলড্রেন একাডেমীর পরিচালক শাহিনুর আলম লিটন বলেন, পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে শিশুদের আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের ঐতিহ্য তুলে ধরতেই এই আয়োজন। ভবিষ্যতেও আমরা এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখবো।

ঝিনাইদহ-৩ আসনে জামানত হারিয়েছেন ২ প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ -৩ আসনে জামানত হারিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন (হাতপাখা) প্রতিকের সারোয়ার হোসেন ও গণঅধিকার পরিষদ (ট্র্যাক) প্রতিকের সুমন কবির।

ওই দুই প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন এ আসনের ধানের শীর্ষ ও দাঁড়ি পাল্লা প্রতিকের প্রার্থীদের সঙ্গে। ভোটে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন তারা।

উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা প্রহল্লাদ বলেন,ঝিনাইদহ-৩ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৩১ হাজার ১৫ জন। এর মধ্যে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ৩ লাখ২৭ হাজার ১৬৬ টি। যা মোট ভোটারের ৭৫ দশমিক ৯১ শতাংশ। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, কোনো প্রার্থীকে জামানত রক্ষা করতে হলে মোট বৈধ ভোটের কমপক্ষে এক-অষ্টমাংশ, অর্থাৎ ১২ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পেতে হয়। সেই হিসাবে এই আসনে জামানত রক্ষা করতে প্রয়োজন ছিল ৪০ হাজার ৮ শ ৯৬ ভোট। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের হাতপাখা প্রতিকের সারোয়ার পেয়েছেন মাত্র ৩ হাজার ৭০ ভোট। যা মোট বৈধ ভোটের প্রায় ১ দশমিক ১৫ শতাংশ। আর গণঅধিকার পরিষদ

(ট্র্যাক) প্রতিকের সুমন কবির পেয়েছেন ৩ শ ৬৮ ভোট। যা বৈধ ভোটের শূন্য দশমিক ১১ শতাংশ।

এ আসনে ৪ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করেন,যার মধ্যে ছিলেন বিএনপির ধানের শীর্ষের মেহেদী হাসান রনি। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮ শ ২১ ভোট। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়ি পাল্লা প্রতিকের মাওলানা মতিয়ার রহমান পেয়েছেন ১ লাখ ৭৫ হাজার ৮ শ ৫৭ ভোট পেয়ে। হাতপাখা ৩ হাজার ৭০ ভোট ও ট্র্যাক ৩ শ ৬৮ ভোট।

উপজেলা নির্বাহী ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এনামুল হাসান জানান, জামানত বাঁচাতে প্রার্থীকে মোট ভোটের একটা নিদিষ্ট শতাংশ পেতে হবে। সে তুলনায় এ আসনে দুই জন প্রার্থী খুবই কম ভোট পেয়েছেন। তবে জামানত বাজেয়াপ্ত জানতে হলে আপনাকে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

ঝিনাইদহ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় আহত ১৩

ঝিনাইদহ-৪ আসনে নির্বাচন পরবর্তী পৃথক তিনটি সহিংসতায় কমপক্ষে ১৩ জন আহত হয়েছে। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী কার্যলয় ভাংচুর ও অগ্নীসংযোগ করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর ও কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব হামলা ও পাল্টা হামলা ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা ১১টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের নীমতলা বাসষ্ট্যান্ডের বাজার রোডে অবস্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজের নির্বাচনী কার্যালয়ে হামলা করে ব্যপক ভাংচুর করা হয়। এসময় খোকন, ইভন ও জবেদ আলী নামে তিন বিএনপি নেতাকে পিটিয়ে জখম করে।

আহত জবেদ আলীকে যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জবেদ আলী কালীগঞ্জ পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

একই সময় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের ভিটশ্বর গ্রামের ধানের শীষের সমর্থকরা কাপপিরিচের সমর্থকদের উপর হামলা করে। এঘটনায় আকরাম হোসেন, ফজলুর রহমান, ফারুক হোসেন, নজরুল ইসলাম ও জাফর উদ্দীন নামে পাঁচজন জখম হয়। এরমধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জখম সবাইকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অপরদিকে একই ইউনিয়নের খড়াশুনি গ্রামে কাপপিরিচের সমর্থক কওসার বিশ্বাসের উপর হামলা করে আহত করে ধানের শীষের সমর্থকরা।

এর আগে সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা বাজারের খালকুলা গ্রামে ধানের শীষ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ধানের শীষের সমর্থক রবিউল শেখ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক কাপপিরিচ প্রতিকের মোশারেফ শেখ ও ইব্রাহিম শেখ আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইদহের মহেশপুরে দুর্বৃত্তরা প্রেসক্লাব মহেশপুর কার্যালয় ভাঙচুরর ও লুটপাট করে। এদিন রাত ৯ টার দিকে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের পাশেই অবস্থিত প্রেসক্লাব মহেশপুর কার্যালয়ে এ হামলা চালানো হয়।

এসব ঘটনায় কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। হামলার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে ৪টি আসনের ১টিতে বিএনপি ও বাকী ৩টিতে জামায়াত বিজয়ী

ঝিনাইদহে ৪টি সংসদীয় আসনের ১টিতে বিএনপি’র ধানের শীষ এবং বাকী ৩টি তে জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা বিজয়ী হয়েছে।

ঝিনাইদহ-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মোঃ আসাদুজ্জামান

পেয়েছেন ১লাখ ৭১হাজার ৫শ’৯৮ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর দাড়িপাল্লা প্রতীকের এস এম মতিউর রহমান পেয়েছেন ৫৫হাজার ৫শ’৭৭ ভোট। এই আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ১লাখ ১৬হাজার ২১ ভোটে বিজয়ী হয়েছে। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩লাখ ২৫ হাজার ২শ’৭৮ জন।

ঝিনাইদহ-২ (ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডু) আসনের ১৮৫টি কেন্দ্রের সর্বশেষ ফলাফলে জামায়াতের আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১লাখ ৯৩ হাজার ৬শ’৩৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের আব্দুল মজিদ পেয়েছেন ১লাখ ৭৫হাজার ৬৭ ভোট।

এই আসনে মোট ৫লাখ ৬হাজার ৬শ’৩২ ভোট এর মধ্যে পুরুষ ভোট রয়েছে ১লাখ ৬৪ হাজার ৭শ৭৮ ভোট এবং মহিলা ভোটার রয়েছে ১লাখ ৬৭ হাজার ৮শ’৯৭ ভোট।

ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর- মহেশপুর) আসনে জামায়াতের প্রার্থী মোঃ মতিউর রহমান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১লাখ ৭২ হাজার ৪শ’৩২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী ধানের শীষ প্রতীকের মেহেদী হাসান রনি পেয়েছেন ১লাখ ৪৮হাজার ৮২ ভোট। এই আসনে মোট কেন্দ্র ছিল ১৬৬টি এবং মোট ভোটার ৪লাখ ৩১হাজার ১৫ জন।

ঝিনাইদহ-৪ (সদরের আংশিক এবং কালীগঞ্জ) আসনের জামায়াতের প্রাথী মাও: আবু তালেব দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১লাখ ৪ হাজার ৩১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোঃ সাইফুল ইসলাম ফিরোজ পেয়েছেন ৭৫হাজার ৭শ’৫০ ভোট এবং ধানের শীষের রাশেদ খান পেয়েছেন ৫৫ হাজার ৬শ’৭০ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ছিল ৩লাখ ৩৩ হাজার ৪শ’৬১ ভোট।

ঝিনাইদহে ভোট বন্ধ ২০ মিনিট,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]